প্রকৃতির সন্তান

-কামরুন নাহার

alorkona@yahoo.com

আমার কোনো ধর্ম ছিল না জন্মের সময়,
তাই কোনোদিন সমালোচিত জীবদ্দশায়
হতে পারিনি ধর্মে উদ্বুদ্ধ।
মৃত্যুর পর আমাকে
পদ্মার পাড়ে শুইয়ে রেখে
একদল লোক শুরু করে কূটতর্কযুদ্ধ ।

কেউ বলে, আমার পায়ে আলতা পরিয়ে,
দামি চন্দন কাঠের চিতায় সমাদরে চড়িয়ে
পোড়াবে গাওয়া ঘি দিয়ে।
ঠাকুরের কাঁপা ঠোঁটে ফেনায়িত সংস্কৃত,
আগুনের দাউ দাউ লাল শিখা উদ্যত,
আমি পুড়ে পুড়ে হব আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

কেউ বলে, তারা দুর্বোধ্য আরবি না বুঝেই
সুললিত সুরে মুখস্ত পড়তে পড়তে
আমাকে শুভ্র কাপড়ে মুড়ে কর্পূর মাখিয়ে
একতাল শক্ত মাটির নিচে দিবে শুইয়ে।

এই নিয়ে লেগে গেলো হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা,
ভেসে গেলো পদ্মার পাড় রক্তের অপচয়ে।

তখন 'সময়' নদীর জলস্রোত এসে
আমাকে আদর করে বুকে টেনে নিয়ে হেসে
পাড়ি দিল দূর অজানার পথে
আর কানে কানে চুপি চুপি বলে,
চলো, প্রকৃতির সন্তান! যে কোন প্রাণীর মতো
তুমি ফিরে যাবে প্রকৃতির কোলে।

নদী! তোমাকে ধন্যবাদ।
তোমার নিরপেক্ষ স্রোত মৃত্যুর পর আমাকে
ইহলৌকিক ভেদাভেদের, পারলৌকিক প্ররোচনার ধর্মে
দীক্ষিত হওয়ার চিরকালের অত্যাচার থেকে
নিরাপদে রক্ষা করেছিল।

---

১০ জুলাই ২০০৬

(মুক্তমনা ফোরামের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বিশেষভাবে লিখিত।)